



মোহিত কামাল

বন্ধুর অন্য রূপ

আর ইউ সিরিয়াস? ব্রেকআপ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই? পৌষীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল নোমান। 'খোলা নেই' কথাটা ঠিক নয়। খোলা ছিল। বন্ধ করে দিয়েছ খোলা রাখার সম্ভাবনা। খোলা রাখতে চেয়েছিলাম। রাখতে দিলে না আর। নোমানের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বারবার চৈতন্যের অতল থেকে চমকে ওঠে পৌষী। ঝঙ্ঝাঝঙ্ঝা মনে ভেঙে গেছে প্রতিরোধের দেয়াল। নিশ্চল, নিরুমা মন



গল্প

জেগে উঠেছে। কান্না আসছে না চোখে। চোখ থেকে বেরোচ্ছে অশ্রুধারা। পৌষীর মুখের নজরকাড়া উজ্জ্বল তুক বিবর্ণ, প্রাণহীন লাগছে এ মুহূর্তে। শুষ্কতায় আড়াল হয়ে গেছে লাবণ্য। ভেঙে গেছে প্রত্যয়ী মন। নোমানের পোড় খাওয়া মনের কয়লা থেকে আকস্মিক বোধোদয় ঘটল— সব শেষ? কোনো দিন আর যোগাযোগ করবে না? কোনো দিন সামনে আসবে না?

তোমার মোবাইল ইনবক্সে যে মেসেজ দেখলাম, এরপর কি আর সম্পর্ক শেষ না করে উপায় আছে, আমার?

আছে। দুট গলায় বলল নোমান। উপায় থাকবে না কেন? মেসেজটা কোনো মেয়ের কাছে আমি পাঠাইনি। বরং এসেছে আমার ফোনসেটে। কেউ এমন মেসেজ পাঠালে কী করব আমি?

হুট করে অজানা অচেনা মেয়ে এমন মেসেজ পাঠাতে পারে না। ইমপসিবল। নিশ্চয় উসকে দিয়েছ তুমি, নিশ্চয় তোমার গোপন চালে নাড়া খেয়েছে মেয়েটি। এজন্যই সরাসরি 'ফিজিক্যাল নিডে'র বার্তা পাঠিয়েছে। আহ্বান করার সাহস পেয়েছে তোমাকে।

তোমার এ উপলব্ধির ব্যাখ্যা নেই আমার হাতে। তবে সত্য হচ্ছে, আমি উসকে দিইনি। মেয়েটির সঙ্গে কখনও যোগাযোগও হয়নি আমার। ফিরতি কল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি, কে ওই মেয়ে। ফোনসেট বন্ধ

রেখেছে বার্তাপ্রেরক। বিস্তারিত বুঝতে পারলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেত। উত্তর দিতে পারছি না এখন।

বোঝার চেষ্টা করেছ, নাকি রাজি আছ তার প্রস্তাবে, সেটা জানাতে চেয়েছ? পৌষীর প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল নোমান। কিছুক্ষণ চুপ থেকে জবাব দিল, তোমার কল্পিত প্রশ্নের উত্তর নেই আমার কাছে।

উত্তর থাকবে কোথেকে? ধরা খেয়ে উত্তরের মুখে তো ছিপি লেগে গেছে। তোমার ভালোমানুষির মুখোশ খুলে গেছে।

অসহায় হয়ে নোমান প্রশ্ন করল, কী বলছ এসব? এতই ঠুনকো তোমার বিশ্বাসের ভিত? একটা মেসেজ পড়েই ভেঙে গেলে তুমি? তোমার ফোনসেটে যদি কেউ এমন মেসেজ পাঠায়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে নেব আমি? যাচাই-বাছাই করব না?

এই যে, গুরিঞ্জিনাল তুমি বেরিয়ে এসেছ তোমার ভেতর থেকে। নিজের দোষ ঢাকার জন্য এখন দুর্গন্ধের বাতাস ঠেলে দিচ্ছ আমার দিকে।

তোমার সঙ্গে কোনো কথাই বলা যাচ্ছে না—সব কথায় দোষ ধরছ। দোষ খুঁজছ। এভাবে দোষ খুঁজলে কি সম্পর্ক টিকবে? ভালো দিকটাও দেখতে হবে না? প্রশ্ন করল নোমান।

আড়ালের তোমাকে তো দেখলাম। তোমার ভালো দিক দেখা শেষ। এখন তুমিই বলো, সম্পর্ক টিকবে কি টিকবে না। ব্রেকআপ ছাড়া উপায় কী? যা ইচ্ছা করো তুমি। এত সহজে ব্রেকআপ মেনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। 'ব্রেকআপ' ঠুনকো বিষয় না। এত হালকাভাবে দেখলে চলবে না জীবন। কষ্ট পেতে হবে, অসুখী হতে হবে জীবনে।

নোমানের কথা শুনে পৌষী পাল্টা প্রশ্ন করল, অসুখী হওয়ার বীজ রোপণ করে দিয়েছ তুমি। আবার উল্টো দোষ চাপাতে চাচ্ছ আমার ঘাড়? না। দোষ চাপাতে চাব কেন? দোষ চাপাতে চাচ্ছি না। বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমাকে।

বোঝালে কি অন্তরে ছোবল খাওয়া বিষের জ্বালা কমবে? এ ধরনের কষ্ট কি বুঝিয়ে-শুনিয়ে মন থেকে উধাও করা যায়?



গল্প

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার নোমান বলল, নিজে নিজে ছোবল খেলে অন্য কারও পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। আমিও অসহায়। তবে এনশিওর করছি, আমি কোনো অসৎ কাজ করিনি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়টা পুরোপুরি তোমার। তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই মনে নেব আমি। নোমানের কথা বলার দৃঢ়তা, স্বচ্ছ অবস্থান, নতজানু ভঙ্গি খামিয়ে দিল পৌষীর কথার উদ্ভূত আক্রমণ। ভেতরে ভেতরে ফুঁসে ওঠা ক্রোধ কমে এলেও বিশ্বাসের ফাটল থেকেই গেল আগের মতো। সামনে থেকে সরে গেল পৌষী।

মন খারাপ করে হলের দিকে রওনা দিয়ে মোবাইল ফোনসেট আবার চোখের সামনে ধরে মেসেজটি পড়ে নোমান। মেসেজের ভাষা অসংযত, অশ্লীল। কোনো মেয়ে এমন আস্থান জানাতে পারে, ভাবতেই গুলিয়ে যায় মগজ। হঠাৎ মনে হলো, কোনো ছেলে মেসেজটি পাঠায়নি তো মেয়ে সেজে! ভাবনাটা একদম ফেলে দিতে পারল না নোমান; কল দেওয়ার তাড়না জাগে ভেতর থেকে। অসচেতনভাবেই কল করে বসল বার্তাপ্রেরককে।

না। কানেস্ত হুচ্ছে না। অর্থাৎ ফোনসেট বন্ধ রেখেছে মেসেজ প্রেরণকারী। ধরেই নিল, অপর প্রান্তে রয়েছে একটি মেয়ে। কেন মেসেজ পাঠিয়েছে মেয়েটি? এভাবে আস্থান করতে পারে কোনো মেয়ে? আবারও প্রশ্ন ঢুকছে ব্রেনে। প্রশ্নটা আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছে মেয়েটির প্রতি। কেন জাগছে আগ্রহ? তাও জানে না নোমান। তবে রহস্য ভেদ করবেই, মেয়েটির পরিচয় জানবেই সে, এমনই একটি প্রতিজ্ঞা এই মুহূর্তে দখল করে নিয়েছে মস্তিষ্ক।

হলে এসে শাওয়ার নিল নোমান। শীতেও অনেকক্ষণ শাওয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল। শীতল শরীর শীতল হুচ্ছে আরও বেশি। মনও শীতল আছে এই মুহূর্তে। তবে মন কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে মেসেজটির মধ্যে। কী এমন জাদু আছে মেসেজে! সারাক্ষণ এভাবে মস্তিষ্ক দখল করে আছে কেন মেসেজটি? তাড়ানোর চেষ্টা করছে নোমান। তাড়াতে পারছে না। গোসল সেরে রুমের ঢোকের পরও ঘোরের মধ্যে ডুবে থাকল। উল্টোভাবে পরেছে টি-শার্ট। নোমানের অন্যমনস্কতা দেখে রুমমেট সামি বলল, কী ভাবছিস? অন্য রকম লাগছে কেন তোকে? সমস্যা চলছে? মনে হচ্ছে তুই নিজের মধ্যে নেই। মনে হচ্ছে অন্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিস এলোমেলো। সামির কথা শুনে বাস্তবে ফিরে এল নোমান। ঠিকই বলেছে সামি। একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে সে নিজে। ঘোর থেকে বেরোতে পারছে না। ঘোরে থাকার কারণে পৌষীর কথার ঝাঁজও টের পাচ্ছে না। মেসেজের ঘটনাকে যেভাবে ইন্টারপ্রেট করেছে পৌষী, মানতে পারছে না। একটা ইন্ডেন্ট সামনে এলে বহু অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায় সেটি। দেখিনি পৌষী। একচোখে মেপেছে সব। তার এই ব্যাখ্যা মোটেই ঠিক হয়নি। তাকে দোষ দেওয়ার আগে যাচাই-বাছাই করা উচিত ছিল পৌষীর। এভাবে আক্রমণ করা ঠিক হয়নি। অবিশ্বাস করা উচিত হয়নি। বিশ্বাস না থাকলে কি আর ভালোবাসা থাকে! পৌষীর ভালোবাসা হারাতে চায় না নোমান। সামি বলল, আয়নার সামনে দাঁড়া। নিজেকে দেখ একবার।

সামির কথা শুনে ঘোর কেটে গেল নোমানের। আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বলল, সরি।

কাকে সরি বলছিস! এত উল্টাপাল্টা করছিস কেন?

টি-শার্ট ঠিক করতে করতে নোমান জবাব দিল, তোকে না, নিজেকেই বললাম সরি।

সামি আবার ধমক দিয়ে বলল, মায়ার ভোলে এভাবে বোকা বনা মানায় না তোকে। মনে হচ্ছে ভেড়া সেজে বসে আছিস। ভাব ঝেড়ে পড়তে বস।

সামির কথার খোঁচায় বিহ্বলতা কেটে গেল। বিমূঢ়তা ঝেড়ে এক গ্লাস পানি গলগল করে ঢেলে দিল গলায়। বাঁ হাতে মুখ মুছে পড়তে বসল টেবিলে। বসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আজকের ঘটনায় নিজের কোনো গলদ নেই, দোষ নেই, খুঁত নেই। মেসেজের ছিদ্রাঙ্ঘণ করতে গিয়ে এমটি-বিচ্যুতি করেছে পৌষী, ভুল যা হওয়ার হয়েছে পৌষীর, নিজের নয়। পৌষীর গলতির দায় নিজের কাঁধে নেবে কেন? কেন মস্তিষ্কে বয়ে বেড়াবে অন্যের ভুলের বোঝা? নিজের গহীন থেকে ছুটে এল প্রশ্নটি। উত্তেজক ওষুধের মতোই প্রশ্নটি কাটিয়ে দিল মনের বিদ্রম। হুঁশ ফিরল নোমানের। বইয়ের ভেতর ঢুকতে লাগল সে। নিমগ্ন হয়ে গেল পড়ায়। পড়ার নিমগ্নতায় একসময় তৈরি হয় ছিদ্র। ছিদ্র দিয়ে মনে ঢুকবে গেল

নতুন প্রশ্ন। পৌষী তার মনের মানুষ। মনের মানুষের ভুল-ভ্রান্তি কি নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে না? ভুলের দায় থেকে মুক্তি পেতে ওকে সহায়তা করতে হবে না? ওর পাশে দাঁড়াতে হবে না? প্রশ্নগুলো আবার ঢেউ তুলল। পড়ার মগ্নতায় তৈরি করল বড় ধরনের ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে হু হু করে ঢুকতে লাগল এলোমেলো চিন্তা। সামাল দেওয়া যাচ্ছে না চিন্তার ফ্লো। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে টেবিল ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়াল নোমান। জানালার গ্লাসে জমে গেছে কুয়াশা। গ্লাসের স্বচ্ছতা ঢেকে গেছে। কুজবাটিকার ধোঁয়াশা ম্লান করে দিয়েছে বাইরের সবুজ দৃশ্য, গাছগাছালি। দিনের রোদ থাকার কথা। রোদ নেই। মনের রোদও আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে। আঁধার ফুঁড়ে প্রশ্নটি আবার নড়ে ওঠল মনে। মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে কল করে পৌষীকে। ফোন বন্ধ। ফোন বন্ধ পেয়ে অস্থিরতা বেড়ে গেল। পড়ার মনোযোগ সম্পূর্ণ ছুটে যাওয়ায় খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে লাগল অস্বাভাবিকভাবে। সামি লক্ষ্য করল নোমানকে। পাশে এসে বসে নরম গলায় বলল, আমার কথায় কষ্ট পেয়েছিস?

না।

এমন করছিস কেন?

কী করছি?

উল্টাপাল্টা নিঃশ্বাস ছাড়াছিস।

ওহ্।

ওহ্ কী? ওঠ!

সামির ধমক খেয়ে উঠে বসল নোমান। আবার পড়তে বসল টেবিলে। না। মনোযোগ আসছে না। অচেনা কষ্টের চাপ বসে আছে বুকের মধ্যে। এত ভয়ংকরভাবে পৌষী অবিশ্বাস করল তাকে? নিশ্চয় তার অন্তরে ভালোবাসা নেই। ভালোবাসা থাকলে কি এমন অবিশ্বাস করতে পারত! ভালোবাসা নেই ভাবনাটা আরও যাতনায় ফেলে দিল তাকে। উল্টো ভাবনা এল, নিশ্চয় তাকে খুব বেশি ভালোবাসে পৌষী। তাই বেশি পজেসিভ—নিজের অধিকারে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। এ কারণেই হয়তো চরম অবিশ্বাস করতে পেরেছে। এই অবিশ্বাসের আড়ালে নিশ্চয় রয়েছে গভীর ভালোবাসার অনুরণন। নতুন ভাবনায় ভেতরের কষ্ট কমে আসে। পড়ায় মনোযোগ দিল আবার। পড়তে পড়তে হঠাৎ হাত চলে গেল মুঠোফোনে। কল দিয়ে এক মেসেজ পাঠানো মেয়েটির নম্বরে। ফোন বন্ধ। নিশ্চিত মেয়েটি দুই নম্বর। আজকাল অসংখ্য ছেলেমেয়ে অনেকগুলো সিম কার্ড তুলে রাখে। সময়-সুযোগ মতো ব্যবহার করে গোপনে। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলে ফোনসেটে গোপন সিম ভরে। অনেকে আবার গোপন সিম থেকে অন্যকে খোঁচাও দেয়। হয়তো খোঁচা দেওয়ার জন্য, বাজিয়ে দেখার জন্য কাছের কেউ টোকা দিয়েছে তাকে। যাচাই করে দেখতে চেয়েছে তার ব্যক্তিত্বের জোর। ভাবতরঙ্গ খামছে না; ঢুকছে অনবরত ব্রেনে। ফুঁসে উঠছে কেবল। কেড়ে নিচ্ছে পড়ার মনোযোগ। এটা কী ধরনের খেলা! এমন খেলায় মেতেছে কেন মন? এমন ভাববিলাসিতা কি মানায় তাকে? সামনে পরীক্ষা। প্রতিটি পরীক্ষায় আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট করেছে সে। ব্রেনের মধ্যে এভাবে ভাবোচ্ছ্বাস চলতে থাকলে কি পড়ার উচ্ছ্বাস থাকবে? একদিকে পৌষী, আর মেসেজ পাঠানো রহস্যময় মেয়েটি, অন্যদিকে পরীক্ষা। পাল্লা ভারী হয়ে গেছে মেসেজের দাপটে। ভাবাবিষ্ট পাল্লা দেবে গেছে নিচের দিকে। মুঠোফোন হাতে নিয়ে রহস্যময়ী মেয়েটির নম্বর স্টোর করে সেভ করতে গিয়ে নামের কলামে লিখিল—ডিস্টার্ব (এস)। সেজের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'এস'। মেয়েটি সরাসরি সেক্সের কথা লিখেছে। 'আই নিড সেক্স উইথ ইউ'। ইংরেজি বর্ণে বাংলায় লিখেছে, 'অচেনা মেয়ে আমি। যদি রাজি থাকেন, চেনা হয়ে যাব।' কী ভয়ংকর কথা! পুকুরে টিল ছুড়লে ঢেউ ওঠে। অশান্ত হয় শব্দ পুকুর। ঢেউ আবার মিলিয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে, মেসেজের প্রতিটি বর্ণ টিল হয়ে একের পর এক পড়ছে মনপুকুরে। এই পুকুরে কেবল ঢেউ উঠছে। থামছে না ঢেউ। শান্ত হচ্ছে না মনপুকুর। কীভাবে থামাবে টিল? কীভাবে শান্ত হবে মন? মনপুকুর? জানা নেই নোমানের। হঠাৎ কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠল নোমান। ভাবলুতা কেটে গেল সামির কথা শুনে। সামি জিজ্ঞেস করল, পৌষীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে?

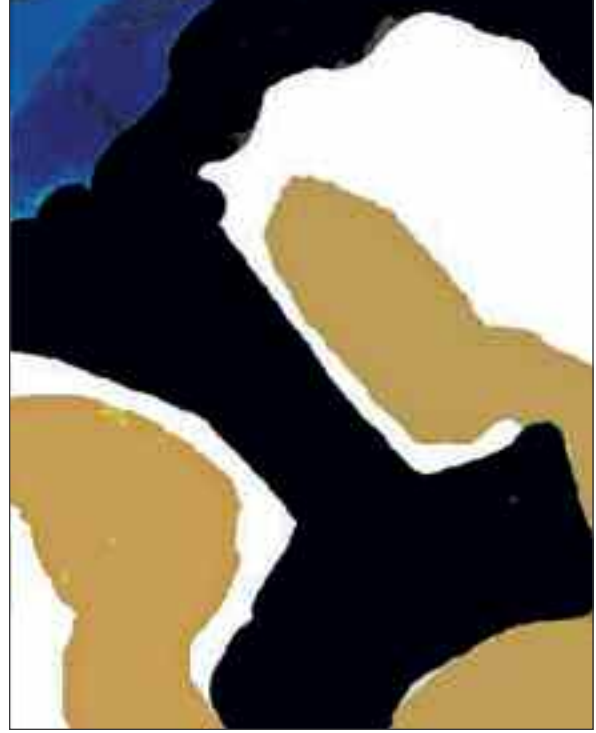
চট করে নোমান জবাব দিল, না। ঝামেলা হয়নি।

মিথ্যা বলছিস। ঝামেলা না হলে তোর এমন ভাবসাব হওয়ার কথা নয়।



গল্প

ভাবাবেগ তোকে এভাবে আক্রান্ত করত না।
বিড়বিড় করে নোমান উচ্চারণ করল, 'আই নিড সেক্স উইথ ইউ। অচেনা
মেয়ে আমি। যদি রাজি থাকেন, চেনা হয়ে যাব।'।
কী বলছিস এসব? উদ্ভিন্ন হয়ে প্রশ্ন করে সামি।
সত্যি বলছি। দেখ। মেসেজটি করল দেখ।
সেট হাতে নিয়ে সামি মেসেজ পড়ে হো হো করে হেসে ওঠে বলল, ওহ্।
তাহলে এই ব্যাপার! এক মেসেজেই তাল হারিয়ে ফেলেছিস?
সামির দিকে মুখ তুলে তাকাল নোমান। মুখের অভিব্যক্তি আর চোখের
দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিল, তাল হারাইনি। তবে তাল হারিয়ে ফেলব হয়তো
বা। পৌষী যেভাবে নিয়েছে মেসেজটি, ওর মনের বিভ্রম না কাটলে, তাল
ঠিক রাখা কঠিন হবে।
শোন। সামি আবার বলল, মেসেজটি নিশ্চয় পৌষীই পাঠিয়েছে। তোকে
টেস্ট করে দেখছে। তোর চরিত্র বোঝার চেষ্টা করছে। এ ধরনের ফালতু
বিষয়ে মন না দিয়ে পড়। তোর থেকে অনেক বড় কিছু আশা করে
ডিপার্টমেন্টের স্যাররা। স্যারদের মুখ উজ্জ্বল করার কথা তুলে বসিস না।
মুগ্ধ হয়ে সামির কথা শোনে নোমান। ভালো রুমমেট পাওয়া ভাগ্যের
ব্যাপার। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। ভাগ্যবান মনে হলেও সামির
সঙ্গে একমত হতে না পেরে বলল, না। পৌষী পাঠায়নি। যখন মেসেজ
এল, পাশেই ছিল পৌষী। সেই পড়েছে প্রথম। পড়ে ভীষণ রকম খারাপ
করা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। ভেবেছে, মেয়েটি আমার চেনা। ভেবেছে
মেয়েটিকে উসকে দিয়েছি আমি। আমিই নাকি এ ধরনের মেসেজ সেন্ট
করার জন্য ফুসলিয়েছি মেয়েটিকে।
ভাবলে অসুবিধে কী? ভাবতে দে। রিয়েল ঘটনা জানার পর নিশ্চয় এমন
ভাবনার জন্য লজ্জিত হবে সে। তাকে লজ্জা দেওয়ার ব্যবস্থা কর।
সামির দেওয়া সহজ সমাধান মাথায় আসেনি। চকিতে খুলে গেল মাথা।
তাই তো! এত সিরিয়াসলি ভাবছিল কেন? সে তো কোনোভাবেই জড়িত
না; ভয় পাবে কেন? ঘাবড়াবে কেন? নিচু ভাবনার জন্য পৌষীরই লজ্জা
পাওয়া উচিত ভেবে বলল, থ্যাংকস সামি। তোর কথা শুনে কমে গেল
ব্যাঙ্কুলতা। তবে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।
কী সন্দেহ?
ওর যদি ভুল না ভাঙে?
না, ভাঙলে নাই। আজবাজে ইস্যুতে ভুল বুঝলে তার সঙ্গে সম্পর্ক
কন্টিনিউ করার দরকার কী? দেশে কি আকাল পড়েছে সুন্দরী মেয়ের?
সামির এ কথা মানতে পারল না নোমান। এত সহজে সম্পর্ক নিয়ে চূড়ান্ত
সিদ্ধান্তের কথা ভাবতে চায় না সে। সুন্দরী মেয়ের অভাব না থাকলেও
পৌষীর মতো মেয়ের আকাল আছে, সন্দেহ নেই।
নোমানের ভাবশূন্য অবস্থা দেখে সামি বলল, কী? মনে ধরেনি আমার
কথা?
না।
না ধরলে নাই। পৌষীর কথা ভাবা যাবে না এখন। তোর জন্য ওর মনে
'রিয়েল লাভ' থাকলে ভুল ভাঙবে, নিশ্চিত আমি। 'রিয়েল লাভ' না থাকলে
ফিরবে না। এ বিষয়েও নিশ্চিত আমি। যে যাওয়ার তাকে যেতে দে।
রিয়েলিটির বিকল্প কিছু নেই। বি কনফিডেন্ট। গেট সেট রেডি ফর এক্সাম
নাও।
সামির প্রত্যয়দীপ্ত কথারা দাপটে আবার কেটে গেল বিভ্রম। আবার পড়ায়
মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে বই খুলে পড়তে শুরু করল নোমান। ই্যা।
সেট হচ্ছে মন; মগ্ন হচ্ছে সে পড়ায়। এই মগ্নতারও কোনো বিকল্প নেই
স্টুডেন্টের জন্য, বোঝে নোমান। ভুবতে থাকে বইয়ের ভেতর...
ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে করিডর দিয়ে একাকী
হেঁটে যাচ্ছে নোমান। হঠাৎ চমকে ওঠে। খমকে দাঁড়ায়। পেছন থেকে
একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, ভাইয়া, আপনার নাম কি নোমান?
হ্যাঁ।
সরি। ডিস্টার্ব করলাম। আপনার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলতে পারি?
মেয়েটির সাবলীল কথা বলার ধরন দেখে মনে পড়ে গেল দুর্ধর্ষ অচেনা
মেয়েটির মেসেজের কথা—'আই নিড সেক্স উইথ ইউ। অচেনা মেয়ে
আমি। যদি রাজি থাকেন, চেনা হয়ে যাব।'। ভাবনার অতল থেকে আবার
নড়ে ওঠল নোমান। মেয়েটি আবার বলল, ডিস্টার্ব করলাম আপনাকে?
এমন চমকে উঠছেন কেন? আমি এই ভার্শিটির স্টুডেন্ট। আপনার
সাবজেক্টেই পড়ছি। নতুন বর্ষের ছাত্রী।



ওহ্। চেহারা চেনা চেনা লাগছে।
হ্যাঁ। তাই তো লাগবে। ক্যাম্পাসে, করিডরে, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়
দেখেছেন আমাকে। কিন্তু এমন চমকে উঠছেন কেন? ইজ দেয়ার এনিথিং
রং?
না। না। রং না। ঠিক আছে। বলতে বলতে নিজের মোবাইল ফোনের
ফোনবুকে ডি বর্ণটি বের করে। দ্রুত পেয়ে যায় 'ডিস্টার্ব (এস)' শব্দটি।
এই নামে এন্ট্রি করেছিল নম্বরটি। না। রিং হচ্ছে না। সেট বন্ধ।
নোমান প্রশ্ন করল, তোমার কি ফোনসেট বন্ধ?
না তো! খোলা আছে। বলতে বলতে হাতের মুঠো থেকে সেলফোনটি
তুলে ধরে নোমানের সামনে। আর তন্মুগ্ধি কল আসে মেয়েটির নম্বরে।
কল রিসিভ করে মেয়েটি বলল, হায়! শব্দু। কেমন আছিস? তোর সঙ্গে
পরে কথা বলল। এখন ব্যস্ত আছি। লাইন কেটে মেয়েটি আবার বলল,
আমার নাম চন্দ্রা। আপনার হেলপ প্রয়োজন আমার।
এখনও পরিচয় ঘটেনি। এর মধ্যে হেল্প চাইছে। নিশ্চয় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির
হবে মেয়েটি। এমন মেয়েরাই পাঠাতে পারে ভয়ংকর সব মেসেজ।
নিজেকে সংযত রেখে নোমান বলল, কী হেলপ চাচ্ছে?
শুনেছি, আমাদের সাবজেক্টের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আপনি। অনার্সে ফাস্ট ক্লাস
পেয়েছেন। মাস্টার্সেও ভালো করছেন। পড়াশোনার বিষয়ে আপনার
সহযোগিতা পেতে পারি?
দেখো আমার ফিঁয়াসে এ ভার্শিটিতে পড়ে। হেলপ করতে গেলে সে
আঘাত পেতে পারে।
চন্দ্রা বলল, সেকি! উনি কি আপনাকে বিশ্বাস করেন না, আপনার প্রতি
আস্থা নেই?
আস্থা আছে। বিশ্বাসও আছে। তবুও মেয়েদের মন বড় বিচিত্র। বিচিত্র
কারণে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সখ্য সহজ চোখে দেখতে পারে না। বাঁকা
চোখে দেখে।
ছেলেরা দেখে না বাঁকা চোখে?
ছেলেরাও দেখে। আসলে সম্পর্কের মধ্যে একটা বড় পোকা হিসেবে কাজ
করে বাঁকা চোখ। ওই পোকা কুটকুট করে কামড় বসায় মস্তিষ্কে।
হারানোর ভয় থেকে মন তখন জেলাস হয়—সবার ক্ষেত্রেই কথাটা
প্রযোজ্য।
নোমানের মুঠোফোন কেঁপে ওঠে। মেসেজ চুকেছে ফোনসেটে। মেসেজ



গল্প

পাঠিয়েছে পৌষী—যার সঙ্গে এখন কথা বলছ, সে কি অচেনা মেয়েটি? চেনাশোনা হয়ে গেছে? কমপ্লিট হয়ে গেছে সেশন? মেসেজের ধরন দেখে খেপে গেল নোমান। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথেকে অবজার্ভ করছে পৌষী, বুঝতে পারল না। নিশ্চয় ক্যাম্পাসে আছে এখন। চন্দ্রার উদ্দেশ্যে বলল, এক মিনিট প্লিজ। কথা শেষ না করেই রিপ্লাই পাঠাল, হ্যাঁ। অচেনা মেয়ে চেনা হয়ে উঠছে। মেসেজটি সেন্ড করে সেট অফ করে রাখল। তারপর বলল, হ্যাঁ। বলো। কীভাবে উপকার করব তোমার? উপকার করলে আপনার ফিঁয়াসে যদি মাইন্ড করেন? মাইন্ড করলে আর কীই-বা করতে পারি। সহজ কথায় মাইন্ড করার ঝাঁপি ভরে তুললে সম্পর্ক টিকবে না, কী বলো? না কিছু বলব না। আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে চাই না। নাক না গলাতে চাইলেও, নাক গলিয়ে ফেলেছ। তোমার সঙ্গে যে কথা বলছি, আমার ফিঁয়াসে মানে পৌষী দেখে ফেলেছে। ইতিমধ্যে প্রশ্নবোধক সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন পাঠিয়েছে সে।
সেকি! তাহলে আমি আসি।
পালিয়ে যাচ্ছ?
হ্যাঁ।
পালিয়ে যাবে কেন? তুমি কি চুরি করেছ নাকি?
চুরি না করেও চোর হয়ে গেলাম। চুরি করলে যে ডাকাতে হয়ে যাব। চোর-ডাকাতে হতে চাই না। আপনার অনুরাগী। অনুরাগ নিয়েই থাকতে চাই। কথা শেষ করে হাসতে লাগল চন্দ্রা।
থ্যাংকস। কী হেলপ চাও বলো!
পড়াশোনার বিষয়ে গাইডলাইন চাই।
এটা তো ভালো বিষয়। ঠিক আছে। লাইব্রেরিতে চলো। সেখানে বসে তোমার সমস্যা শোনা যাবে। যদুদর সম্ভব হেলপ পাবে। চলো। আপনার সঙ্গে যেতে ভয় করছে। আপনার ফিঁয়াসে দুষবে না তো আমাকে?
হয়তো দুষবে। দুষলে কী আর করা? যার ভাবনা তাকে ভাবতে দাও। আমরা স্বচ্ছ থাকলেই চলবে।
দুজনই হাঁটতে লাগল সামনে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে ক্রস করে গেল। ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ মাথা ঘুরিয়ে দেখছে তাদের। সেদিকে খেয়াল করল ওরা দুজন। হাঁটছে সামনে। হাত নাড়িয়ে কথা বলছে নোমান। মাথা নাড়াচ্ছে। করিডর থেকে ডানে এগোনোর সময় লাইব্রেরির পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল পৌষী। আকস্মিক পৌষীর উপস্থিতিতে থেমে গেল নোমান। চমকাল না। উদ্বিগ্ন হলো না। পৌষী সামনে এসে দাঁড়াবে, এটা যেন প্রত্যাশিত ছিল—এমনভাবে চন্দ্রাকে বলল, ও হচ্ছে পৌষী, আমার...
কথা শেষ করতে পারল না নোমান। নোমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পৌষী বলল, তোমার কেউ না আমি।
পৌষীর কথা পাতা দিল না নোমান। ভেতর থেকে ক্রোধ ফুঁসে ওঠে। কণ্ঠে দৃঢ়তা নিয়ে বলল, ও হচ্ছে চন্দ্রা। আমাদের সাবজেক্টের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।
পৌষী জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি ওর অচেনা ভক্ত? চেনা হতে দেখা করেছেন?
কথাটার অর্থ বুঝল না চন্দ্রা। প্রশ্নের ধরন দেখে মন খারাপ হলেও স্মার্ট গলায় বলল, সরি। বুঝলাম না আপনার কথা।
নোমান বলল, বুঝতে হবে না। চলো, লাইব্রেরিতে চলো। পড়াশোনার কাজে সুপ্রিম মনোযোগ দিতে হবে। সময় দ্রুত চলে যাবে। সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।
পৌষীকে পাশ কাটিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর চন্দ্রা বলল, 'আমার...' বলার পর কথা শেষ করতে বাধ্য হয়েছেন আপনি। পৌষী বলেছেন, 'তোমার কেউ না আমি।' বিষয়টা কী? উনিই কি আপনার ফিঁয়াসে? ফিঁয়াসেকে এভাবে পাশ কাটিয়ে চলেন কেন? যেহেতু তৃতীয় আর একটি মেয়ে হিসেবে সামনে এসে গেছি আমি, ঘটনাটা ভালো লাগল না। কোনো ঝামেলায় ফেলে দিলাম না তো আপনাকে?
ঝামেলায় তুমি ফেলোনি, আমিও জড়াইনি। পৌষীই সংকীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছে। কোনো ঘটনাকে বড় চোখে মাপতে পারছে না। আর এই হীনদৃষ্টি আমার পেরেশানির বড় কারণ এখন।

সংকীর্ণতা বলছেন কেন? এটা ভালোবাসার রিফ্লেকশন। কোনো মেয়ের সঙ্গে হেঁটে গেলে ফিঁয়াসের প্রতি ক্রোধ তৈরি হবে না মানে? পৌষী আপুর মনেও প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আপনার কাজ হচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়া সামাল দেওয়া। পরিস্থিতি হালকা করে নেওয়াই এখন বড় কাজ আপনার। চন্দ্রার কথা শুনে থেমে গেল নোমান। বুঝতে পারল চন্দ্রা ঠিক কথা বলেছে। রাগ করেই পৌষী বলেছে, 'তোমার কেউ না আমি।' আর রাগ করে পাশ কাটিয়ে এসেছে সে পৌষীকে। বিষয়টা ঠিক হচ্ছে না। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে। এই জটিলতা কীভাবে দূর করবে? চন্দ্রা বলল, আমাকে গাইড করার চেয়ে আপনার উচিত পৌষী আপুর কাছে যাওয়া। সরি বলো।
নোমান বলল, কঠিন অবস্থানে আছে সে। সরি বললেও নত হবে না। তা ছাড়া বিষয়টার সঙ্গে জড়িত নও তুমি। তোমাকে কেন্দ্র করে সরি বলব কেন?
আপনাদের মধ্যে কী ঝামেলা, সেটা জানতে চাচ্ছি না। এই মুহূর্তে ঝামেলার মধ্যে আমার উপস্থিতি ফুয়েল ঢেলে দিয়েছে। আগুনের তেজ আরও বেশি জ্বলে উঠবে আপুর মনে। আমার হেলপ লাগবে না। আপুর পাশে দাঁড়ান এখন। নিজের রাগ ঝেড়ে নরম হোন।
চন্দ্রার উপলব্ধি মুগ্ধ করল নোমানকে। থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। পৌষীর মনের ক্রাইসিস সামাল দেওয়া উচিত। লাইব্রেরিতে মন বসবে না। জেদ করে চলে এলেও মন পড়ে আছে পৌষীর কাছে। ওকে সামলাই। যাই এখন। পরে দেখা হবে।
পেছন ফিরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল নোমান।
চন্দ্রা বলল, ভাইয়া, আপনার ফোন নম্বরটা দেবেন?
দ্রুত নম্বর বলে এগিয়ে গেল নোমান। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর পায়ের আওয়াজ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দেখে চন্দ্রাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে গেল নোমান।
এগিয়ে এসে চন্দ্রা বলল, ভাইয়া, আপনার ফোনসেট বন্ধ। প্লিজ, সেট খুলুন। আপনার সেটে আমার কল ইন করলে স্টোর করে রাখুন নম্বরটি। সেলফোন অন করে এগিয়ে যেতে লাগল নোমান। লাইব্রেরির করিডরের শেষ সীমানায় বাক নিয়ে দেখল, পৌষী নেই। এদিক-ওদিক যতদূর চোখ যায় দেখে নিল ভালো করে। না। নেই। পৌষী চলে গেছে স্পট ছেড়ে। কল করার জন্য মুঠোফোন চোখের সামনে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে রিংটোন বেজে ওঠল। কল অ্যাটেন্ড করে শুনতে গেল, ভাইয়া আমি, চন্দ্রা। আমার নম্বরটা স্টোর করুন। আর পৌষী আপুর জেদ এখনই কমিয়ে ফেলুন। ওকে দেখছি না। চলে গেছে।
খুঁজে বের করুন। কল দিন। বলল চন্দ্রা।
সেলফোন বন্ধ রেখেছে, কীভাবে কল করব?
তাহলে খুঁজে বের করুন, প্লিজ! চন্দ্রার কণ্ঠে আকুলতা বারো পড়ল।
তুমি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেন? চন্দ্রার উদ্বেগ দেখে অবাক হলো নোমান। উদ্বিগ্ন হব না? সংকটের সঙ্গে তো জড়িয়ে গেলাম, প্যাঁচে ফেলে দিলাম আপনার মতো একজন ভালো ছেলেকে। উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় আছে? নিশ্চিত থাকো, সংকটের সঙ্গে তুমি জড়িত নও। জড়িত রয়েছে অচেনা-অজানা আরেকটি মেয়ে।
অচেনা-অজানা? তাহলে তো আরও বেশি বিপদ। পৌষী আপু সেই প্রশ্নই করেছেন আমাকে, 'আপনিই কি ওর অচেনা ভক্ত? চেনা হতে দেখা করেছেন?' প্রশ্নের উত্তর জানা হয়নি তার। নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন আমি সেই অচেনা ভক্ত!
আবারও হেঁচট খেল চন্দ্রার কথা শুনে। অসহায়ভাবে লাইন কেটে দিল। চন্দ্রার উদ্বেগ সঞ্চারিত হলো নিজের মস্তিষ্কেও। তাই তো! নিশ্চয় পৌষী ভাববে, বাজে মেসেজ পাঠিয়েছে চন্দ্রাই। কী সর্বনাশ! চন্দ্রাকে ঘিরেই তাহলে নোংরা বিশ্বাস আরও বেশি দৃঢ় হবে পৌষীর মাথায়। অসহায় বোধ করছে নোমান। হতাশ হয়ে বারান্দার পিলারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। নিশ্চিত যে, পৌষী ধরে নিয়েছে চন্দ্রার সঙ্গে ঘটে গেছে শারীরিক সম্পর্ক। যে মেয়ে বাজে এসএমএস পাঠাতে পারে, তার সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না—ধরে নেবে পৌষী। তাহলে কি ব্রেকআপ হয়ে যাবে পৌষীর সঙ্গে? কীভাবে বিশ্বাস করা হবে নির্দোষ সে? সব পথ কি বন্ধ হয়ে গেল চন্দ্রার উপস্থিতির কারণে? বিশ্বাস নিয়ে নোমান দেখল চন্দ্রা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পেয়েছেন পৌষী আপুকে?



না। পেলে তো দেখতেই।
 ওহ্। সরি। আপনাকে সমস্যায় ফেলে দিলাম।
 চন্দ্রার কথার জবাব না দিয়ে চুপ রইল নোমান।
 চন্দ্রা আবার জিজ্ঞেস করল, অচেনা-অজানা মেয়েটির ব্যাপারে পৌষী আপুর ক্রোধের কারণটা জানতে পারি?
 বিষয়টা খুব স্পর্শকাতর। তোমার না জানাই ভালো।
 যেহেতু আপু আমাকে কো-রিলেট করেছেন, এজন্য জানতে চাচ্ছিলাম মূল বিষয়টা। ভবিষ্যতে যেন সতর্ক হতে পারি, এজন্যই জেনে রাখা উচিত মনে করছি।
 চন্দ্রার যুক্তি ফেলে দিতে পারল না নোমান।
 মূল বিষয়টা জানলে বিব্রত হবে তুমি। তোমাকে বিব্রত করার দায়ভার নিতে পারি না আমি।
 আপনাকে দায়ভার নিতে হবে না। নিজের কাঁধেই তুল নেব দায়দায়িত্ব। আমি জানতে চাচ্ছি। রিকোয়েস্ট করছি বলার জন্য।
 নিজের অবস্থান স্বচ্ছ করে নিয়েছে নোমান। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বুঝে নিয়েছে বিষয়টা চন্দ্রার জন্য উচিত। এসএমএসটি বের করে সে পড়তে দিল চন্দ্রার হাতে।
 মেসেজ পড়ে কান গরম হয়ে ওঠল, মুখের পেশিতে ছলকে ছুটে এল রক্তস্রোত। লাল হয়ে ওঠল মুখ। এত বাজে মেসেজ পাঠাতে পারে কোনো মেয়ে, কল্পনাতেই ছিল না চন্দ্রার। থাকলে মেসেজটি পড়ার জন্য এত আগ্রহ, আকুলকতা দেখাত না। লজ্জিত হয়ে বলল, সরি।
 চন্দ্রার কথার পিঠে কথা না বলে চুপ করে থাকল নোমান।
 চন্দ্রা আবার বলল, আমার মনে হয় না কোনো মেয়ে মেসেজটি পাঠিয়েছে। মেসেজটি মেয়ে সেজে কোনো ছেলে পাঠায়নি তো?
 ধক করে ওঠল নোমানের বুক!
 চন্দ্রার প্রতিটি কথা ও প্রশ্নের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ। একটা মেয়ের এই উপলব্ধিকে তুচ্ছ ভাবতে পারল না। তুচ্ছ না ভাবলেও, বৃদ্ধ পৌষীর সঙ্গে পুরো পরিস্থিতি জটিল সংকটে আটকে গেছে। এই সংকট থেকে বেরোবে কীভাবে সে?
 বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেল না। সেলফোনে মেসেজ এসেছে। মেসেজ টোন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইনবক্সে ঢোকে সে। ‘ডিস্টার্ব’ নামের মেয়েটি মেসেজ পাঠিয়েছে, আমার আহ্বান কি অন্য মেয়ের মধ্যমে পূরণ করে নিয়েছেন? পৌষীকে বাদ দিয়ে তাকে এখন দখল করেছেন? তার চেয়ে বেশি সেক্সি আমি। আই হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু মিট ইউর স্ট্রং নিড।
 দুম করে মাথায় বাড়ি পড়ল। সত্যি সত্যি দিশেহারা হয়ে গেল নোমান। এটা কী খেলা! কে লেগেছে এমন করে তার পেছনে। এ ধরনের অযৌক্তিক মেসেজের উদ্দেশ্য কী?
 চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, কার মেসেজ?
 সহজে এবার সেলফোন তুলে দিল চন্দ্রার হাতে। মেসেজটি পড়ে শুদ্ধ হয়ে গেল চন্দ্রাও। নিজেকে স্থিত করে বলল, আমি যাই। নিশ্চয় স্বজন-চক্র লেগেছে আপনার পেছনে। তারা আপনার চারপাশের কেউ। পরিচিত। গোপন সিম কার্ড ব্যবহার করে আপনাকে জ্বালাচ্ছে। সাবধানে চলবেন, প্লিজ। আমার মনে হয় না এ ধরনের মেসেজ-প্রেরক কোনো মেয়ে।
 নোমান বলল, তোমাকে ধন্যবাদ। বিপর্যয়ের সময়ে তোমার কথাগুলো ওষুধ হিসেবে কাজ করছে। আমার মনের সংকট দূর না হলেও যাতনা কমে গেছে। বুঝতে পারছি, ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে কেউ। পৌষীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার খেলায় নেমেছে কেউ। সেই খেলায় পুতল হয়ে নাচছে পৌষী। একদিন নিশ্চয় ভুল ভাঙবে, জয়ী হব আমিই। কী বলো, তুমি?
 হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ভেঙে পড়বেন না বিপদে। ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি ট্যাকল করবেন। কথা শেষ করে পেছন ঘুরে অন্য পথে এগিয়ে গেল চন্দ্রা। এখনও দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নোমান। মুঠোফোন হাতে দিয়ে কল করল প্রেরককে। ফোনসেট বন্ধ। অর্থাৎ সেন্ট করার পর সেট বন্ধ রাখে প্রেরক। বুঝে এবার কল দিল পৌষীকে। পৌষীর সেটও বন্ধ। সামনে তাকিয়ে দেখল ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি। লাইব্রেরি চত্বরে অনেক জুটি বসে আছে ঘাসের ওপর। কোথাও কোথাও চলছে আড্ডা। এমন রোমান্টিক পরিবেশে পাশে নেই পৌষী। বুক জমে গেল তিক্ত স্বাদ। বিষাদে চেপে ধরছে মন। কীভাবে

কাটাতে এ বিষাদ, এই মুহূর্তে জানা নেই নোমানের। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রার এগোনো পথে না গিয়ে উল্টো পথে চলতে লাগল নোমান...
 হোস্টেলে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল নোমান। জুতো খোলেনি। শার্ট খোলেনি। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। চোখে শূন্যতা থাকলেও মনে জমাট বেঁধেছে কষ্ট। জমাট বেঁধেছে অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা বেঁধে এগোতে হবে সামনে, বুঝতে পারে। বুঝতে পারলেও সামনে এগোনোর জন্য ভেতরের তাগিদ খুঁজে পাচ্ছে না।
 এ সময় সামি এসে ঢুকল রুমে। নোমানকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, আবার খেপিয়েছিস পৌষীকে?
 তোকে জানিয়েছে?
 জানায়নি। আমিই জেনে নিয়েছি। তোর ফোন বন্ধ পেয়ে কল করেছিলাম পৌষীকে। ও বলল, সেই অচেনা মেয়ের সঙ্গে নাকি গোপন মিটিং সেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তোর?
 নোমান শান্ত গলায় বলল, পুরনো ইতিহাস নতুনভাবে ঘটছে। মানে? তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে সামি তাকাল নোমানের দিকে। মানে সহজ। ভুল বুঝেছে। ভুলের বোঝাটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, পাহাড়সম হয়ে যাচ্ছে।
 বলতে চাচ্ছিস ওই মেয়ের সঙ্গে তোর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি?
 না। ঘটেনি।
 তাহলে কাকে সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরির দিকে গিয়েছিলি?
 যাকে নিয়ে গেছি সে ওই অচেনা মেসেজ প্রেরক নয়। সে হচ্ছে আমার সাবজেক্টের...থাক তোকে বলে লাভ নেই। পৌষীকেও বোঝানোর দরকার নেই। যে ভুল বোঝে, বুঝিয়ে শুনিয়ে তার ভুল ভাঙতে যাব কেন আমি? তাকে ভুল বুঝতে দে। দেখি কতদূর যেতে পারে সে।
 কতদূর যেতে পারে চিন্তাও করতে পারবি না তুই।
 সম্পর্ক ব্রেকআপ করবে, এই তো?
 এটা তো সর্বোচ্চ পরিণতি। এমন সিদ্ধান্তকে হেলাফেলা করে দেখলে চলবে?
 জোর করে, বুঝিয়ে শুনিয়ে তার আস্থা ও বিশ্বাস ধরে রাখতে চাই না। প্রয়োজনে কোরবানি করে দেব তাকে। বুঝেছিস?
 একবার ঘুরে তাকাল সামি। পরখ করে নিল নোমানকে। চোখ বন্ধ করে ছাদের দিকে মুখ করে থাকলেও নোমানকে দেখে বুঝতে পারল, কষ্টে নীল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ‘কোরবানি করে দেব’ বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। জটিল। এত সহজে মুছে ফেলা গেল না ইমোশনাল অ্যাট্যাচমেন্ট। দিনে দিনে বুঝবে নোমান। এই ফাঁকে পড়াশোনায় মনোযোগ হারাতে। প্রিপারেশন খারাপ হতে বাধ্য হবে তখন। রেজাল্ট খারাপ হবে। ক্যারিয়ারে ধস নামবে। মনে মনে এমন পরিণতিই কি চায় নোমান? জানে না সামি।
 কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশ রুমের দিকে এগিয়ে যায় সামি। রুম থেকে বেরিয়েছে সামি, চোখ বন্ধ রাখলেও বুঝতে পারল নোমান। ভাঙা মনে ভাঙা দেহ টেনে তুলল। প্যান্টের সাইড পকেটে হাত দিল মুঠোফোনের জন্য। পকেট খালি। বুক পকেটে হাত দিল এবার। নেই। পকেটে হাত দিয়ে দেখে সেখানে মানিব্যাগ রয়েছে। সেলফোন কোথায় গেল। খাটে পড়েছে ভেবে, বালিশ, লেপ সরাল। না কোথাও নেই। নিশ্চিত রুমের ঢোকান সময় সেলফোন ছিল পকেটে। অজুত ব্যাপার! সামির টেবিলের দিকে চোখ গেল। ওর সেট, মানিব্যাগ টেবিলেই রয়েছে। সামির সেলফোনটা তুলে নিল হাতে। সেট বন্ধ। অন করে মনিটরে দেখল, ‘মোবাইল ইজ কানেকটিং...’ কানেক্ট হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেনি নোমান। নিজের সেট খোজার জন্য নিজের নম্বর টিপে কল দিল। হ্যাঁ। রিং হচ্ছে। খাটের তলে পশ্চিম কোণ থেকে তার প্রিয় রিংটোন বাজছে—ভালোবাসি, ভালোবাসি...সামির সেটটি বন্ধ না করেই ওর টেবিলে রেখে দিল। বুঝতে পারল বিছানায় শোয়ার সময় পকেট থেকে সেটটি বেরিয়ে পড়ে গিয়েছিল খাটের ফাঁক দিয়ে। খাট টেনে সরিয়ে নিয়ে সেটটি বের করে এনে বোঝে নিল। ধূলা আর মাকড়সার জাল প্যাঁচিয়ে বিকট চেহারা ধারণ করেছে মুঠোফোন। পরিষ্কার করার পর মনিটরে চোখ গেল। মিসকল ফুটে আছে ডিস্টার্ব (এস)। কী সাংঘাতিক ভুতুড়ে কাণ্ড! কল করল সামির নম্বর থেকে, অথচ নিজের ফোনসেটে ভেসে উঠল ডিস্টার্ব (এস)! ১৩